দৈনিক সংবাদ 79

তারিখ 01 FEB 1996
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

জগন্নাথ হলে পুলিশী তান্ডব ।। তিনশ' আহত, শতাধিক গ্রেফতার ।। প্রভোস্ট হাউস টিউটরদের পদত্যাগ

ফোটন ও অশোককে হত্যা করে লাশ গুম করা হয়েছে ঃ ছাত্রদের দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে পুলিশী তান্ডবে কমপক্ষে ২ জন ছাত্র নিহত হয়েছে বলে ছাত্র সংগঠনগুলো দাবি করেছে। তারা জানায়, ফোটন ও অশোককে হত্যা করে লাশ গুম করা হয়েছে। পুলিশের হামলায় প্রায় তিন শ' ছাত্র আহত হয়, গ্রেফতার করা হয় শতাধিক ছাত্রকে। ঘটনার প্রতিবাদে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ও সকল হাউস টিউটর পদত্যাগ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল বুধবার দিনভর সাদা পোশাকধারী সশস্ত্র পুলিশের সাথে ছাত্রদের এক ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। এ বন্দুকযুদ্ধে ৩ শতাধিক রাউন্ড গুলি বর্ষিত হয়। শতাধিক রাউন্ড টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষিপ্ত হয়। বন্দুকযুদ্ধের পর সাদা পোশাকধারী এবং পোশাকধারী পুলিশ জগন্নাথ হলের নিরীহ ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা রাইফেল ও শট গানের বাঁট দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মাথায় আঘাত করে, কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে দম বন্ধ করে ছাত্রদের লাঠিপেটা করে, কাঠ কাটার করাত দিয়ে শরীর ক্ষতবিক্ষত করে, খাবার টেবিল থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে ছাত্রদের পায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে। নির্যাতনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ফোটন চন্দ্র সূত্রধর ও অশোক নামের একজন নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জগন্নাথ হলে সক্রিয় সকল ছাত্র সংগঠন দাবি করেছে। কিন্তু রমনা থানা বলেছে, ফোটন বেঁচে আছে। সিরাজগঞ্জের বাসিনা এবং জগন্নাথ হলের, পূর্ববাড়ির ৩১০ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র ফোটন প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন বলে হলের ছাত্ররা জানিয়েছে।

পুলিশের বেধড়ক তান্ডবে তিন শতাধিক ছাত্র আহত হয়েছে, গুলিবিদ্ধ হয়েছে ৩ জন এবং গ্রেফতার হয়েছে শতাধিক ছাত্র। সরকারি বাহিনী তছনছ করেছে অর্ধশত কক্ষ। তারা স্বামী বিবেকানন্দের ছবিসহ দেবদেবীর মূর্তি ভাঙচুর করেছে।

পূর্বানুমতি ছাড়া হলে ঢোকা এবং হলের ছাত্রদের নির্মমভাবে নির্যাতনের প্রতিবাদে জগন্নাথ হলের প্রভোস্টসহ সকল হাউস টিউটর পদত্যাগ করেছেন। একদল ছাত্র উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের বাসভবনে হামলা চালায় এবং তাকে চেয়ার নিয়ে মারতে তেড়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এ ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপাচার্যকে দায়ী করে তাদের পদত্যাগ দাবি করেছে। ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকরা আজ মৌন মিছিল করবেন।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মধুর ক্যান্টিন থেকে একটি মিছিল বের করে। তারা বাংলা একাডেমিতে খালেদা জিয়ার আগমনকে স্বাগত জানিয়ে মিছিল করতে থাকে। মিছিলশেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রদল সভাপতি ফজলুল হক মিলন, সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন আলম, মোশাররফ হোসেন ও মনির হোসেন।

সমাবেশে ফজলুল হক মিলন বলেন, কারো দয়া দাক্ষিণ্য নিয়ে নয়, জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জনগণ ও ছাত্রদের বলে বলীয়ান হয়ে বইমেলা উদ্বোধন করতে আসবেন।

ছাত্রদলের পর গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য জগন্নাথ হল ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৭

জগন্নাথ হল ঃ পুলিশী তান্ডব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাসে একটি মিছিল বের করে। ডাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন, ছাত্রলীগের (বা-কা) সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান চুন্নু ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম।

সমাবেশ থেকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর বিএনপি সরকার বারবার জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে। সর্বশেষ একদলীয় নির্বাচনের আয়োজন করে খালেদা জিয়া স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হয়েছেন। সেজন্যে তাকে বইমেলা উদ্বোধন করতে দিয়ে আমরা বইমেলাকে অপবিত্র হতে দিতে পারি না।

বেলা সাড়ে ১২টায় মিছিল বের করে ছাত্রলীগ (শা-পা)। তারা মিছিল নিয়ে বাংলা একাডেমির গেটে যায়। এখানে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলি খান পান্না, সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক আবুল ওয়াদুদ খোকন।

সমাবেশে ছাত্রনেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রের রক্তে রঞ্জিত খালেদা জিয়াকে কোনভাবেই আমরা বাংলা একাডেমির বইমেলা উদ্বোধন করতে দেব না।

সমাবেশশেষে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বাংলা একাডেমির গেটে কালো পতাকা ওড়ানোর চেষ্টা চালালে পুলিশের সংগে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া আরম্ভ হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা টিএসসিতে এসে গাড়ি ভাঙচুর আরম্ভ করলে পুলিশ তাদের ওপর টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করতে থাকে। পোশাকধারী পুলিশের সংগে ছাত্রদের সংঘর্ষ চলার সময় বেলা ১টা ২০ মিনিটে টিএসসিতে একটি সাদা পাজেরো জীপ এসে থামে। জীপ থেকে সাদা পোশাকধারী ৭/৮ জন পুলিশ লাইফ জ্যাকেট পরে প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে জগন্নাথ হলের দিকে ধেয়ে যায়। জগন্নাথ হলের দিক থেকেও এ সময় গুলির শব্দ শোনা যায়। সাদা পোশাকধারী পুলিশ জগন্নাথ হলের দিকে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। আর পোশাকধারী পুলিশ ছুড়তে থাকে টিয়ার গ্যাসের শেল। সংঘর্ষ চলার সময় পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়। ছাত্রছাত্রীরা এ সময় প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে দৌড়াতে থাকে।

পৌনে ২টায় গোলাগুলি চলার সময় ছাত্রলীগ টিএসসি এলাকায় একটি মিছিল বের করে। সংঘর্ষ চলার সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা এনেক্স বিল্ডিং-এর সামনে একটি কার (ঢাকা মেট্রো-ভ-৩৫৮৮) পুড়িয়ে দেয়। বেলা ১টা ৫০ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিডিআর-এর কয়েকটি গাড়িকে টহল দিতে দেখা যায়।

সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বিপুলসংখ্যক পোশাকধারী ও সাদা পোশাকধারী পুলিশ পুরো জগন্নাথ হলকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সাদা পোশাকধারী পুলিশ রাইফেল, শটগান ও পিস্তল নিয়ে গুলি ছুড়তে থাকে।

বেলা আড়াইটা থেকে জগন্নাথ হলের পূর্ব বাড়ির ছাত্ররা হলের ছাদে উঠে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। পুলিশও পাল্টা ছাত্রদের দিকে টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। টিয়ার গ্যাসের তীব্র ঝাঁঝের ফলে পুলিশ কয়েকবার চেষ্টা করেও জগন্নাথ হলে ঢুকতে পারেনি। বেলা ২টা ৫৫ মিনিটে লাইফ জ্যাকেট পরা একদল পোশাকধারী পুলিশ শিববাড়ি মোড় সংলগ্ন জগন্নাথ হলের দেয়াল ও গেট টপকে হলের ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর বিপুলসংখ্যক পোশাকধারী ও সাদা পোশাকধারী পুলিশ হলের মধ্যে ঢোকে। তারা পূর্ব বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে এক নারকীয় তান্ডবের রাজত্ব কায়েম করে। তারা প্রতিটি কক্ষে গিয়ে লাঠি দিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ছাত্রদের ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে। তারা রাইফেল ও শটগানের বাঁট দিয়ে ছাত্রদের মাথা, থুতনি এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করতে থাকে। তারা ডাইনিং হলে গিয়ে দুপুরের খাবার গ্রহণ করতে থাকা ছাত্রদের ভাতের থালা লাথি দিয়ে ফেলে দেয় এবং তাদের লাঠিপেটা করতে থাকে।

হলের ছাত্ররা জানিয়েছে, ফোটন চন্দ্র সূত্রধরকে দাড়িওয়ালা একজন সাদা পোশাকধারী পুলিশ শটগানের বাঁট দিয়ে মাথা, কপাল, থুতনিতে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে। আঘাতের ফলে ফোটন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আশপাশের আহত ছাত্ররা ফোটনের এই অবস্থা দেখে তাকে হাসপাতালে নেবার দাবি জানায়। কিন্তু তারপরও পুলিশ তাকে হাসপাতালে না নিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পুলিশের গাড়িতে নিয়ে তোলে। ছাত্ররা জানিয়েছে, ফোটনকে যখন পুলিশের গাড়িতে তোলা হয় তখন একজন মৃত মানুষের মত তার দু'হাত শরীরের দু'পাশে ঝুলছিল। এরপর ফোটনকে পরে শাহবাগস্থ পুলিশ কন্ট্রোলরুমে নিয়ে যাওয়া হয়।

গণিত বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্র বিধান দাশ যখন দুপুরের খাবার খাচ্ছিল তখন পুলিশ তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার পায়ে রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করে। এছাড়া অশোক নামে আরেকজন গুলিবিদ্ধ ছাত্র নিহত হয়েছে বলে ছাত্ররা দাবি করেছে।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 FEB 1996
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

বেলা পৌনে ৪টার দিকে পুলিশের প্রিজন ভ্যানে করে দু'দফায় জগন্নাথ হলের ৭০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এদের মধ্যে অনেকেরই বৈধ কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ সময় জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট জগদীশ চন্দ্র শুক্লাদাসসহ কয়েকজন হাউস টিউটর নিরীহ ছাত্রদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া থেকে পুলিশকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা চালান। কিন্তু পুলিশ প্রভোস্টের কথা উপেক্ষা করে ছাত্রদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। বেলা ৩টা ৪০ মিনিটে বিডিআর-এর জওয়ানরা ৪টি ট্রাকে করে এসে জগন্নাথ হলের পূর্ববাড়ির গেটে অবস্থান নেয়।

পুলিশ জগন্নাথ হল ত্যাগ করার পর কয়েকশ' বিক্ষুব্ধ ছাত্র বিকেল ৫টায় একটি মিছিল বের করে। মিছিল নিয়ে তারা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে আসে। এখানে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ নেতা ইসহাক আলী খান পান্না ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সমীর মিত্র। বক্তৃতায় নেতৃবৃন্দ বলেন, এই খুনী ভিসির উপাচার্য পদে থাকার কোন নৈতিক অধিকার নেই। তারা অবিলম্বে ভিসির পদত্যাগ দাবি করেন।

সমাবেশের এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ভিসির বাসভবনে হামলার চেষ্টা চালালে পুলিশ ছাত্রদের তাড়া করে। পুলিশের তাড়া খেয়ে মল চত্বরে গেলে ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা ছাত্রদের তাড়া করে। পরে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কলাভবনের সামনের রাস্তায় একটি প্রাইভেট কার। (ঢাকা-ঘ-১২৩৮) পুড়িয়ে দেয়।

এর আগে বেলা সাড়ে ৪টায় জগন্নাথ হলের প্রভোস্টসহ সকল হাউস টিউটর উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে আসেন। এ সময় কয়েকজন ছাত্র ঢুকে ভিসির বাসভবনে হামলা চালায় এবং চেয়ার নিয়ে ভিসির দিকে তেড়ে যায়।

আহত ছাত্রের তালিকা ঃ আমাদের মেডিক্যাল রিপোর্টার জানান, ঐ ঘটনায় আহত ৪০ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে আরো শতাধিক ছাত্র।

বুলেটবিদ্ধ হয়েছে গণিত বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র বিধান দাশ (২৪) লাঠিচার্জ ও এলোপাথাড়ি প্রহারে আহত হয়েছেন। অসীম সরকার (২২), সংস্কৃত দ্বিতীয় বর্ষ, উদয়ন বিশ্বাস (২১), ইতিহাস দ্বিতীয় বর্ষ, পলাশ (২৬), হিসাব বিজ্ঞান শেষ বর্ষ, মানস চক্রবর্তী (২৪), গণিত দ্বিতীয় বর্ষ, সুমন সাহা (২৫), এম, এ, শেষ বর্ষ, নবীন চৌধুরী (২১), ফার্মেসী প্রথম বর্ষ, রিজভী আহমেদ (২৫), সমাজবিজ্ঞান শেষ বর্ষ, রবীন্দ্রনাথ (২৬), হিসাব বিজ্ঞান শেষ বর্ষ, স্বপন বিশ্বাস (২২), অলক কুমার (২৫), দর্শন তৃতীয় বর্ষ, বিশ্বজিৎ (২৪), জয়দেব (২৬), অর্থনীতি শেষ বর্ষ, সুশান্ত (২৪), ব্যবস্থাপনা প্রথম বর্ষ, আশীষ কুমার (২২), সমাজবিজ্ঞান তৃতীয় বর্ষ, ঝন্টু (২২), দর্শন শেষ বর্ষ, দীপক চৌধুরী (২২), রাষ্ট্র বিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষ, বিপ্লব (২৪), সাংবাদিকতা শেষ বর্ষ, অশোক কর্মকার (২০), মার্কেটিং দ্বিতীয় বর্ষ, সাধন (২৪), এরফানুল হক চৌধুরী (২২), আকাশ (২৪), প্রদীপ মজুমদার (২৫), তিতাস (২২), সুব্রত (২২), অরুণ (১৮), বিমল বিশ্বাস (২০), শংকর (২০), অমিত লাল (২৫), নিরমনি আইচ (২৪), উৎপলেন্দু চক্রবর্তী (২৬), বাংলা শেষ বর্ষ, অপু দাশ (২২), দর্শন ২য় বর্ষ।

ক্ষতিগ্রস্ত কক্ষের তালিকা ঃ জগন্নাথ হলের পূর্ব বাড়িতে যে কক্ষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ ৩১০, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৫, ৩৩৪, ৩৩৩, ৩৩২, ৩৩১, ৩২৭, ৩২৬, ৩৬৩, ৩৬০, ৩৫৯, ৩৬১, ৩৬১/ক, ৩৬৫, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৮৪, ৩৮৩, ৩৮২, ৩৮১, ৩৭৯, ৩৮৬, ৩০৬, ৩১৬, ৩৮০, ৪৫০, ৪৪৫, ৪৫১। এছাড়াও বেশ কিছু কক্ষ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত ছাত্রের তালিকা ঃ তিতাস, অঞ্জন সরকার, গোবিন্দ, আশুতোষ, অমল দত্ত, রবিন, অশোক, বিপ্লব বড়ুয়া, বিপন দাশ, মনোজসহ নাম না জানা শতাধিক ছাত্র। জগন্নাথ হলের ছাত্ররা জানিয়েছে, জগন্নাথ হল থেকে ৭০ জন, উপাচার্যের বাড়ির সামনে থেকে ১৪ জন এবং এস এম হল থেকে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ঐ হলের ছাত্ররা জানিয়েছে। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে ৯৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ছাত্র সংগঠনগুলোর বক্তব্য ঃ গতকাল রাত সাড়ে ৭ টায় জগন্নাথ হলে ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র সংগঠন এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হল ছাত্র সংসদের ভিপি সুভাষ সিংহ রায়। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে আজকে। তিনি বলেন, পুলিশ, বিডিআর, ডিবি, এসবিসহ সকল সরকারি সংস্থার যৌথ হামলা এবং নির্যাতন আমাদের হিটলার আর মুসোলিনীর অত্যাচারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

তিনি বলেন, পদার্থবিদ্যার ছাত্র ফোটনকে গুলি করে ও পিটিয়ে হত্যা করে তার লাশ গুম করা হয়েছে। আরও কত-জনের লাশ গুম করা হয়েছে তা আমরা জানি না। তিনি বলেন, দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে কয়েকদিন ধরে বিবাদ চলছিল; কিন্তু এ বিবাদের প্রতিপক্ষ তো জগন্নাথ হল হতে পারে না। তিনি অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ডাকসু সদস্য নির্মল দাস এবং ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সমীর মিত্র উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক সমিতির বক্তব্য ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল রাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে জানানো হয়, শিক্ষক সমিতি কার্যকর পরিষদ গতকাল সন্ধ্যায় এক জরুরি সভায় মিলিত হয়েছিল।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, গত ২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সিনেট থেকে আমরা বলেছিলাম এ ধরনের বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসার কর্মসূচি বাতিল করা উচিত; কিন্তু তা না করার জন্য আজকের হত্যা-খুন হবার মত ঘটনা ঘটল। তারা বলেন, আজকের ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দায়ী। তারা এ ৩ জনের পদত্যাগ দাবি করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকরা আজ সকাল ১০ টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে মৌন মিছিল বের করবেন। মিছিল দোয়েল চত্বর হয়ে শহীদ মিনারে এসে শেষ হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক এটিএম জহুরুল হক, ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক; ডঃ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক শ, ম ইমামুল হক, অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী, অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক, শহীদ আখতার হোসেন প্রমুখ।